|  |
| --- |
| **জননিরাপত্তা বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে জননিরাপত্তা বিভাগ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার, সীমান্ত ও সমুদ্র সুরক্ষা, সীমান্তবর্তী এলাকার অপরাধ ও চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, জুয়া, হত্যা, ধর্ষণ ও খুনসহ সকল সামাজিক অপরাধ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা এবং আইনগত অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে শক্তিশালী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গঠনের প্রয়াসে জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের চেতনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা চিহ্নিতকরণে মূল ভিত্তি সংবিধান, যা রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমান অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। একইসাথে আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সকল নাগরিকের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে প্রথাগত রীতিনীতির কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর সমভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। জননিরাপত্তা বিভাগ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ করে নারী সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সীমান্তে নারী পাচার রোধ-এ বিভাগের অন্যতম কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নারী ও শিশু হত্যা মামলা স্থানান্তরে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নৃশংসভাবে নারী ও শিশু হত্যাকাণ্ডের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন-২০০২-এর ৬ ধারা অনুযায়ী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত করা হয়। নারী ও শিশু ইভটিজাদের যে কোনো ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিচার করার জন্য মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯-এর তফশিলে দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয়েছে। ‘জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ নীতিমালা-২০২০’ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ‘৯৯৯’ এ প্রাপ্ত নারী ও শিশুর প্রতি যেকোনো সহিংসতা, হয়রানি, সম্মানহানি ও ইভটিজিয়ের এর অভিযোগ দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১৫৯ | ১৩২ | ২৭ | ১৭.০ |
| বাংলাদেশ পুলিশ | ১,৯৫,৬৭৭ | ১,৭৯,০০৪ | ১৬,৬৭৩ | 8.5 |
| বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ | ৫৬,৮২৭ | ৫৫,৬৯১ | ১,১৩৬ | 2.০ |
| বাংলাদেশ কোস্টগার্ড | ৩,৭৫১ | ৩,৭২০ | ৩১ | 0.8 |
| বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী | ১৯,৩৫৭ | ১৭,০৭০ | ২,২৮৭ | 11.8 |
| **মোট :** | **২,৭৫,৭৭১** | **২,৫৫,৬১৭** | **২০,১৫৪** | **7.3** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার | দেশে বর্তমানে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু আছে। সেন্টারগুলো নারীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে সুরক্ষা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নারী ও শিশু পাচার রোধ, আইনি সহায়তা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভিকটিমদের পুনর্বাসন এ সেন্টার থেকে করা হয়ে থাকে। |
| নারী ও শিশু পাচার রোধ | নারী ও শিশু পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন এবং বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) ও বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি)-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ৯৯৯ ইমারজেন্সি কল সেন্টারের গৃহীত তথ্যের মাধ্যমে অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, নারী ও শিশু নির্যাতন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তা অপারেশনাল ইউনিটে প্রেরণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ১৭টি (রোটেশন) ও ৩টি (এফপিইউ) নারী ইউনিট এবং ১,৭৭৫ জন নারী সদস্য প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশে একটি পূর্ণাঙ্গ নারী ইউনিট (11 আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন) গঠিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিজিবিতে ১,১৩৫ জন মহিলা সৈনিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় ১৯টি আইসিপিতে মহিলা সৈনিকগণ দায়িত্ব পালন করছেন এবং এর পাশাপাশি তারা গার্ড পুলিশ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে এবং দাপ্তরিক কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন। নারীদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে স্থাপিত ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নারী আনসার সদস্যদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আনসারের ২টি মহিলা ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। আনসার ব্যাটালিয়নে নারী অধিনায়ক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে ‘চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড মনিটরিং’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পাচার ভিকটিম বিশেষত নারী ও শিশু ভিকটিম ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের উদ্ধার কার্যক্রম থেকে পুনর্বাসন পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

**৭.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* উন্নয়নমূলক কার্যাবলি গ্রহণের সময় অগ্রাধিকার হিসেবে নারীসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পৃথকভাবে বৃহৎ আকারে নেয়া হচ্ছে না;
* বিদ্যমান নারীবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনার অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনার জন্য মূল বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব; এবং
* মন্ত্রণালয়/বিভাগে নারী উন্নয়নের কার্যাবলিসমূহ নিয়ে নিয়মিত সভা এবং রিপোর্টের মাধ্যমে তদারকি করা প্রয়োজন।

**৮.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোতে নারী কর্মকর্তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা;
* গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সচিবালয়ের অভ্যন্তরে নারীদের দ্বারা পরিচালিত নারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য মানসম্মত ফুডকোর্টের ব্যবস্থা করা;
* UNFPA-এর পরিচালনায় Protection and Enforcement of Women Rights (PEWR) প্রকল্পের অধীন অধিক সংখ্যক Women Help Desk গঠন করা; এবং
* পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং সকল মেট্রোপলিটন সদরে Women Support Centre স্থাপন করে ভিকটিমদের কাউন্সেলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করা।